ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

Copyright ANGP

www.angp-hb.co.za

info@angp.co.za

BENGALI Heart Book

মানব হৃদয়

জেম্‌স্‌ রবীন্দ্র বিশ্বাস
অনূদিত

Copyright ANGP

COPYRIGHT
ISBN 0-908412-36-3

E-MAIL: info@angp.co.za
ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS
P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.
(A Gospel Literature Mission financed by donations)
(Reg. No. 1961/001798/08)

অল ইণ্ডিয়া প্রেয়ার ফেলোসিপ
কিউ ৩, গ্রীন পার্ক এক্সটেনশন
নিউ দিল্লী-১৬

মানব হৃদয়

হয় ঈশ্বরের মন্দির, না হয় শয়তানের কারখানা।

১ যো ৩ ঃ ৪-১০

এই পুস্তিকাটি পড়বার সময় মনে রাখবেন, আয়নায় যেমন লোকে নিজের চেহারা দেখে, তেমনি এতেও আপনার স্বরূপ দেখতে পাবেন। আপনি ন-খ্রীষ্টিয়ান বা খ্রীষ্টিয়ান, অবিশ্বাসী বা বিশ্বাসভ্রষ্ট (Back slider) যেই হোন না কেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনার অবস্থা যেমন, এতে ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। "মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন" (১ শমূ ১৬ ঃ ৭)। "ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই" (রোমীয় ২ ঃ ১১)।

Copyright AIGP

শয়তান সকল মিথ্যাবাদীর পিতা, অন্ধকারের কর্ত্তা ও এই জগতের অধিপতি। মানুষকে প্রতারণা করবার জন্য সে দীপ্তিময় স্বর্গদূতের বেশও ধারণ করে। পুরাকালের ন্যায় এযুগেও অনেক ভাক্ত প্রেরিত ও কার্য্যকারী আছে, যারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে (২ করি ১১ ঃ ১৩, ১৪)। এই যুগের অধিপতি (শয়তান) মানুষ্যকে আত্মিক দৃষ্টিহীন করে রেখেছে, যেন তারা দেখতে না পায় ও বুঝতে না পারে যে, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন ও প্রভু যীশু তাদের পরিত্রাণ করবার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপী ও অবিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই মৃত ও অন্ধ; তারা এই যুগের কর্ত্তৃত্বাধিপতির আত্মার দ্বারা পরিচালিত (ইফি ২ ঃ ২)। যদি তারা তাদের পতিত অবস্থার বিষয়ে সচেতন না হয়, তবে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যদি কেউ বলে, "আমাতে পাপ নেই", সে নিজেকে ভুলায়। "ঈশ্বরের পুত্র এইজন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ করেন" (১ যো ৩ ঃ ৮)। "তোমরা

ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন" (যাকোব ৪ : ৭,৮)।

এই পুস্তিকাটি পড়লে ও ছবিগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে, আপনার হৃদয়ের ছবি দেখতে পাবেন। এখন আপনার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করবার জন্য ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতি সেখানে প্রবেশ করতে দিন। পাপের অস্তিত্ব অস্বীকার করবেন না, বরং তা স্বীকার করুন; কারণ ঈশ্বরের বাক্যে আছে, "আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন" (১ যো ১ : ৮, ৯)। "ঈশ্বরের পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে" (১ যো ১ : ৭।

আপনি হয় শয়তানের দ্বারা, না হয় ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, অন্য কথায়, আপনি পাপ কিংবা ঈশ্বর দুয়ের মধ্যে একের দাসত্ব নিশ্চয় করছেন। যদি পাপ আপনার জীবনে রাজত্ব করে তবে তা অস্বীকার করবেন না, বরং চোখের জলে ঈশ্বরের কাছে খুলে বলুন; তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আপনাকে মুক্ত করবেন। প্রভু যীশু পাপীকে বাঁচাতে এবং দিয়াবলের ও পাপের শক্তি ধ্বংস করতে জগতে এসেছিলেন। তিনিই আমাদের পরিত্রাণ। মনে রাখবেন, পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আপনি আছেন। তিনি আপনার অন্তরের সকল গোপন চিন্তা ও সকল কার্য্য জ্ঞাত আছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি কিছুই লুকাতে পারেন না; কারণ "যিনি কর্ণ রোপণ করিয়াছেন, তিনি কি শুনিবেন না? যিনি চক্ষু গঠন করিয়াছেন, তিনি কি দেখিবেন না? (গীত ৯৪ : ৯) "কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু

Copyright ANGP

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে" (২ বংশা ১৬ : ৯)। মানুষের পথে তাঁহার দৃষ্টি আছে : তিনি তাহার সমস্ত পাদসঞ্চার দেখেন ; এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই, যেখানে অধর্ম্মাচারিগণ লুকাইতে পারে" (ইযোব ৩৪ : ২১, ২২)। "কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের উপরে আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি সকলকে জানিতেন" (যো ২ : ২৪)। "ধন্য সেই, যাহার অধর্ম্ম ক্ষমা হইয়াছে ; যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই" (গীত ৩২ : ১, ২)। (গীতসংহিতা-৫১ অধ্যায় এই সঙ্গে পাঠ করুন)। প্রভু যীশু তবুও আজ আপনাকে ডাকছেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব" (মথি ১১ : ২৮)।

—০—

Copyright ANGP

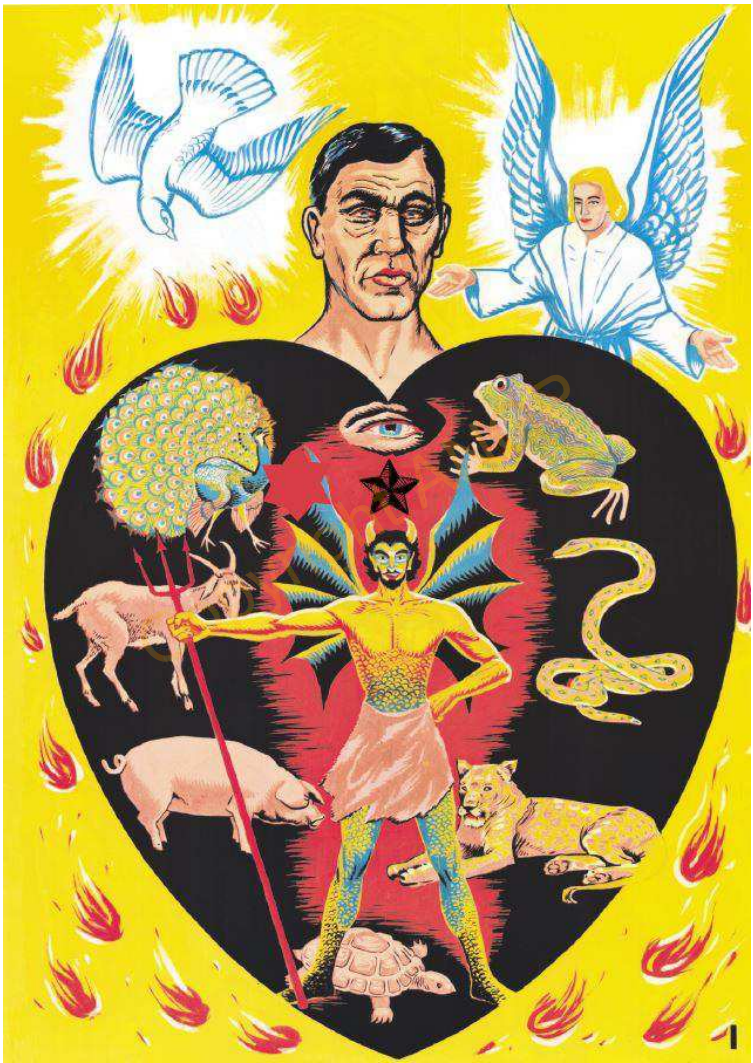

প্রথম চিত্র

প্রথম চিত্র

এটি একজন অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ও জাগতিকমনা লোকের ছবি, বাইবেলে যাকে পাপী বলে গণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই জগতের অভিলাষ ও কামনাবাসনার দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উক্ত মানব-হৃদয়ের অবস্থা যেরূপ, এটি তারই প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষীণদৃষ্টি-রক্তিমচক্ষু মাতিলামির প্রতিরূপ, যেমন হিতোপদেশ ২৩ঃ২৯-৩৩ পদে আছে, "কে হায় হায় বলে? কে হাহাকার করে? কে বিবাদ করে? কে বিলাপ করে? কে অকারণ আঘাত পায়? কাহার চক্ষু লাল হয়? যাহারা দ্রাক্ষারসের নিকটে বহুকাল থাকে, যাহারা সুরার সন্ধানে যায়। দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টি করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ, যদিও উহা পাত্রে চকমক করে, যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়; অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায় দংশন করে। তোমার চক্ষু পরকীয়া স্ত্রীদিগকে দেখিবে, তোমার চিত্ত কুটিল কথা কহিবে।

এই ছবিতে, মাথার ঠিক নীচে মানব হৃদয়টি বিভিন্ন জীবজন্তুর দ্বারা অধিকৃত দেখা যাচ্ছে। এরা ভিন্ন ভিন্ন পাপের প্রতীক। কারণ আমাদের হৃদয় পাপের বাসস্থান। যেমন ঈশ্বর যিরমিয় ভাববাদীর দ্বারা বলেছেন, "অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে?" (যির ১৭ঃ৯) প্রভু যীশুও তাই বলেছেন, "ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয়—বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে" (মার্ক ৭ঃ২১-২৩)।

১। **ময়ূর**—ময়ূরের সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়। এই ছবিতে ময়ূর মানুষের অহঙ্কাররূপ পাপ প্রকাশ করছে। মনোনীত করূব লুসিফার, ঈশ্বরের প্রভা বহন

Copyright Angel

করা ছিল যার কাজ, ঈশ্বরের সেই দূত অহঙ্কারবশতঃ তাঁহার শত্রু শয়তানে পর্য্যবসিত হ'ল (যিশা ১৪ : ৯-১৭ ; যিহি ২৮ : ১২-১৭)

অহঙ্কার পাতালের অতল তল থেকে নির্গত হয়ে মানব হৃদয়কে অধিকার করে ও এক একজনের ভেতর দিয়ে এক একরূপে প্রকাশিত হয়। অনেকে ধনের গর্ব্ব করে, কেউবা উচ্চশিক্ষায় ; আবার কেউবা সৌখীন পোষাক পরিচ্ছদের, যদ্বারা তাদের শরীরকে নির্লজ্জভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরে। অনেকে আবার গহনা (মানতাসা, আংটি ইত্যাদি) পরার চিন্তায় গর্ব্ব করে, যেমন যিশাইয় ভাববাদী গ্রন্থের ৫ : ১৭-২৪ পদে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। অনেকে তাদের বংশমর্য্যাদায়, জাতীয় চরিত্রে, কৃষ্টিতে, খেলাধূলায় গর্ব্ব করে ; তারা ভুলে যায় যে, "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন" (১ পিতর ৫ : ৫)। ঈশ্বর অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা ঘৃণা করেন (হিতো ৮ : ১৩)। "বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব" (হিতো ১৬ : ১৮)।

২। **পুংছাগ**—ছাগল মাংসিক অভিলাষ, নীতিবিরুদ্ধতা, বেশ্যাগমন, ব্যভিচার ইত্যাদির প্রতীক। বর্ত্তমান তথা শেষ যুগে উল্লিখিত পাপ এত বেড়ে গেছে যে, আমরা প্রভু যীশুর আগমনের প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য, যথা—শেষ সময় 'সদম ও ঘমোরার সময়ের' মত হবে। 'আধুনিকতার আত্মা' শুধু যে মানুষকে মুঠোর মধ্যে রেখেছে বা ধর্ম্মপরায়ণ লোকের গৃহ ও স্কুল, হোষ্টেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা নয়, কিন্তু এই ধ্বংসকারী বীজ মানবজাতির হৃদয়ে সিনেমা, থিয়েটার, বিকৃত সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে এমন নির্লজ্জ্য ও নারকীয় শঠতায় বপন করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা পাপ, তাকেই আধুনিক নীতি বা সভ্যতা বলে ধরা হচ্ছে। হাজার হাজার যুবক-যুবতী সিনেমা এবং উপন্যাসের ভেতর থেকে জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে শুধু দুঃখ, লজ্জা এবং মনস্তাপের ভেতর প্রবেশ করছে। নীতিজ্ঞানহীন ও অসৎচরিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরাই আধুনিক যুবসমাজের আদর্শ। নৃত্যশালা নীতিবিহীনতার উৎপত্তিস্থল। যোষেফ

Copyright ANGP

(আদি ৩৯ অধ্যায়) ও ঈশ্বরের অন্যান্য ভক্ত দাসদের আদর্শ হিসাবে নেওয়া হয় না। পরজাতীয় জুলুজাতি অসভ্য হলেও ব্যভিচারীদের প্রাণদণ্ড দিয়ে থাকে, তাদের কাছ থেকেও আমাদের এই আধুনিক তথা সভ্যজাতির অনেক কিছু শিখবার আছে। বিচারদিনে তারাও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দোষী করবে। ঈশ্বর, ব্যভিচার নিয়ে খেলা না করে বরং তা থেকে পলায়ন করতে বলেছেন। "মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে। অথবা তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে? আর তোমরা নিজের নও" (১ করি ৬ : ১৮-১৯)। "যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই" (১ করি ৩ : ১৭)।

৩। **শূকর ছানা**—শূকর ছানা মাতলামি ও পেটুকতারূপ পাপের প্রতীক। এটা একটা নোংরা জন্তু; শুচি-অশুচি যা পায় তাই খায়; তদ্রূপ পাপে পূর্ণ হৃদয়ও মন্দ পরামর্শ, অশ্লীল অভিব্যক্তি, কুৎসিত ছবি, বিকৃত সাহিত্য ইত্যাদি যা পায়, তাই উপভোগ করে। মানুষের এই সজীব শরীর ঈশ্বরের মন্দির হবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, যা অশুচি খাদ্য, কু-অভ্যাস যেমন ধূমপান, খইনি, আফিম ও অন্যান্য ক্ষতিকর ওষুধ সেবন ইত্যাদির দ্বারা আজ অশুচি। ধূমপান ও আফিমের দ্বারা মানুষ আজ এমন ভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়েছে, যা এর আগে কখনও ছিল না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের শক্তিই এরূপ ধূমপান-কারী-দিয়াবলের দাসকে মুক্ত করতে পারে। ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা যখন ধূমপান করে গীর্জ্জাঘরকে অপবিত্র করতে চায় না, তখন তামাকের দুর্গন্ধ দ্বারা শরীরকে, যা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের মন্দির তাকে অপবিত্র করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রেরিত পৌল বলেছেন, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ

Copyright ANGR

পবিত্র আত্মার মন্দির, কেহ যদি এই মন্দিরকে (শরীরকে) অশুচি করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন।" (১ করি ৬ ঃ ১৮-১৯ ; ৩ ঃ ১৬-১৭)

পেটুক লোক ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ। বেঁচে থাকার জন্য আমরা আহার করি ; আহারের জন্য বেঁচে থাকি না। ক্ষুধা সুখাদ্য দ্বারা নিবৃত্ত করা যায়, কিন্তু মাংসিক অভিলাষ কখনও নিবৃত্ত হয় না ; কামনা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত। পুরাতন নিয়ম অনুসারে পেটুক ও মদ্যপায়ী মৃত্যুর যোগ্য (দ্বিঃ বিঃ ২১ ঃ ১৮-২১)। "মদ্যপায়ী ও পেটুকের দৈন্যদশা ঘটে এবং ঢুলু ঢুলুভাব তাহাকে নেকড়া পরায়" (হিতো ২৩ ঃ ২১ ; ২৮ ঃ ৭)। মনে রাখবেন, কোন একজন ধনীব্যক্তি, যে পেটুক ও মাংসিক অভিলাষের দাস ছিল ; মৃত্যুর পর তার স্থান হ'ল নরকে— অকথ্য যন্ত্রণার মধ্যে। মদ্যপানের নষ্টামির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই ; এ এত বেশী চলিত যে, হালকা ভাবে জেনে রাখলেই চলে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, কোন মদ্যপায়ী ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। সুরা (Beer) খাদ্য নয়, কিন্তু মদ্য বিশেষ, যা মানুষের মনকে বিকৃত করে দেয়। আর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মদ্যপায়ীরা হীনবুদ্ধির ন্যায় পান করে। তারা নীতি জ্ঞান হীন হয়ে পড়ে, যা করা উচিত নয়, তাই করে ; একে অন্যকে খুন পর্য্যন্ত করে। "দ্রাক্ষারস নিন্দক, সুরা কলহ কারিণী ; যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়" (হিতো ২০ ঃ ১)।

যারা কড়া মদ তৈরী করে, ও যারা বিক্রী করে উভয়েই ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমভাবে দোষী। কারণ ঈশ্বর বলেন, "ধিক তাহাদিগকে, যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর, আর সুরা মিশাইতে বলবান" (যিশা ৫ ঃ ২২)। "ধিক তাহাকে যে আপন প্রতিবাসীকে পান করায়, তুমি ভাণ্ডে তোমার বিষ মিশাইয়া থাক, আবার তাহাকে মত্ত করিয়া থাক" (হবকুক ২ ঃ ১৫)। "বীণা ও নেবল তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারস, এই সকল তাহাদের ভোজে বিদ্যমান ; কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য নেহারে না" (যিশা ৫ ঃ ১২)। "ভ্রান্ত হইও না, যাহারা অধার্ম্মিক, ব্যাভিচারী, পারদারিক, পুংগামী, চোর, পরধন গ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের

Copyright ANGP

রাজ্যে অধিকার পাইবে না" (১ করি ৬ ঃ ৯, ১০)। মানবীয় স্বভাবের পাপ সকল সুস্পষ্ট; তার কতকগুলি এই, "বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ।......যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না" (গালা ৫ ঃ ১৯, ২০)। "দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে, কিন্তু আত্মাতে পূর্ণ হও" (ইফি ৫ ঃ ১৮)।

প্রভু যীশু পিপাসিতদের আহ্বান করছেন, "কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক" (যো ৭ ঃ ৩৭)। "অহো তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস; যাহার রৌপ্য নাই আইস্থক; তোমরা আইস, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর; হাঁ আইস, বিনা রৌপ্যে খাদ্য, বিনা মূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর" (যিশা ৫৫ ঃ ১)। "আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না; বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে" (যো ৪ ঃ ১৪)।

৪। **কচ্ছপ**—কচ্ছপ অলসতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও যাদু ক্রিয়ার প্রতীক। অবিশ্বাস এই যাদুক্রিয়ারূপ পাপের তুল্য। "অলসের অভিলাষ তাহাকে মৃত্যুগ্রাস করে, কেননা তাহার হস্ত শ্রম করিতে অসম্মত; সে সমস্ত দিন অতিমাত্র লোভ করে" (হিতো ২১ ঃ ২৫, ২৬)। যিহোশূয় তাই ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন, "দেশ অধিকার করতে বিলম্ব করো না"। মানুষ ঈশ্বরীয় বিষয় অধিকার বা গ্রহণ করতে স্বভাবত অত্যন্ত মন্থর। প্রভু যীশু বলেছেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বারা দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর" (লুক ১৩ ঃ ২৪)। "যে অন্বেষণ করে, সে পায়" (মথি ৭ ঃ ৮)। "স্বর্গ রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার করিতেছে" (মথি ১১ ঃ ১২)।

Copyright AHGP

পরিত্রাণ ও অত্মীক উন্নতির বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতার পরিণাম বিনাশ। দীর্ঘ-সূত্রিতা প্রার্থনা থেকে মানুষকে দূরে রাখে, ঈশ্বরীয় গভীর বিষয় সকল অনুসন্ধান করতে ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞার ফল গ্রহণ করতেও দেয় না, বরং বিনাশের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ঈশ্বর যখন আপনার হৃদয় আজই তাঁকে দিতে প্রেরণা দিচ্ছেন, শয়তান তখন বলছে, "এত ব্যস্ত হবার কি আছে? কাল বা অন্য কোন সময়ে হবে", যে সময় হয়তো আর কখনও ফিরে আসবে না; হয়তো আপনি পরিত্রাণ বিহীন ও খ্রীষ্ট বিহীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে স্থান নেবেন। ঈশ্বর বলেন, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না" (ইব্রীয় ৩ঃ ৭, ৮)। এইভাবে ব-হু লোকে সুবিধামত সময়ের জন্য পরিত্রাণকে দূরে ঠেলে রেখে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে—সুবিধামত সময় তাদের জীবনে আর কখনও ফিরে আসে নি, ফলে বিনাশের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। **'আগামীকাল'** আপনার জন্য নয়, তার জন্য অপেক্ষা করবেন না।

কচ্ছপের পিঠের অর্দ্ধ-গোলাকৃতি চাড়াটি মায়াবীরা যাদুক্রিয়াতে ব্যবহার করে থাকে। এখানে কচ্ছপ যাদুক্রিয়াতে বিশ্বাস ও তা অভ্যাস করণ এবং ভাগ্যকথনে বিশ্বাসজনিত পাপকে বুঝাচ্ছে। আমরা যখন পরীক্ষায় পড়ি, অসুস্থতা ও প্রতিকূল অবস্থা যখন আমাদিগকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় যখন আমরা বিমর্ষ হয়ে পড়ি, তখন অদৃষ্টে বিশ্বাস না করে বরং জীবন্ত ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করা উচিত; কারণ ঈশ্বর, যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে, তাদের সাহায্য করতে সব সময় হাত বাড়িয়ে আছেন। শাস্ত্র বলে, "সদাপ্রভু কর্ত্তৃক মনুষ্যের পাদক্ষেপ স্থিরীকৃত হয়" (গীত ৩৭ঃ২৩)। "তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্থ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে। অতএব তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর ও

Copyright ANGP

একজন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্ম্মিকের বিনতি কার্য্য সাধনে মহাশক্তিযুক্ত" (যাকোব ৫ : ১৪-১৬)। "কেননা উদয়স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতি লাভ হয়, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বরই বিচার কর্ত্তা" (গীত ৭৫ : ৬-৭)। ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন, "তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে, বা গণক বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া, বা গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্য্যকারীকে ঘৃণা করেন" (দ্বিঃ বিঃ ১৮ : ১০-১২)। "বাহিরে রহিয়াছে কুক্কুরগণ, মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভাল বাসে ও রচনা করে" (প্রকা ২২ : ১৫)। আপনি মন্ত্রবেত্তা ও ভাগ্যকথকদের কথায় মনোনিবেশ করবেন না, বা তাদের কাছে অনুসন্ধান করাজনিত পাপের দ্বারা নিজেকে কলুষিত করবেন না। "আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর" (লেবীয় ১৯ : ৩১)। "আর যখন তাহারা তোমাদিগকে বলে, তোমরা ভূতুড়িয়া ও গুণীদিগের নিকটে, যাহারা বিড় বিড় ও ফুস ফুস করিয়া বকে, তাহাদের নিকটে অন্বেষণ কর, (তখন তোমরা বলিবে,) প্রজাগণ কি আপনাদের ঈশ্বরের কাছে অন্বেষণ করিবে না? তাহারা জীবিতদের জন্য কি মৃতদের কাছে অন্বেষণ করিবে? ব্যবস্থার কাছে ও সাক্ষ্যের কাছে অন্বেষণ কর; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুণোদয় নাই" (যিশা ৮ : ১৯-২০)

এই ছোট্ট বইটি যখন আপনি পড়ছেন, তখন ঈশ্বর আপনার অন্তরে নিশ্চয়ই কথা বলছেন, যেন আপনি আপনার পাপ সম্বন্ধে অনুতাপ করে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু কচ্ছপের প্রতীক যে আত্মা আপনার অন্তরে বাস করছে, সে ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে পরামর্শ দিচ্ছে, এবং আপনার অন্তর ভয়ে পূর্ণ করতে চেষ্টা করছে। আপনি হয়তো মনে করছেন, "আমি যদি প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হই, তাহ'লে আমার স্বজাতি, বন্ধুবর্গ ও

Copyright ANGF

প্রতিবেশী লোকেরা কি বলবে"? প্রিয়বন্ধু, খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অপরিমেয় ধন, অপূর্ব্ব শান্তি, অবর্ণনীয় আনন্দ, গৌরব, আনন্দময় অমর জীবন ইত্যাদির বিষয় চিন্তা না করে, বরং খ্রীষ্ট যীশুকে হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিলে যে সকল বিষয় আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে, সেই সকল বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়াতে, শয়তান লোক ভয় ও মৃত্যুভয় দিয়ে আপনাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট এসেছেন যেন "যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন" (ইব্রীয় ২ : ১৫)। এদিকে দীর্ঘসূত্রিতার আত্মা আপনার অন্তরকে কঠিন করে দিচ্ছে যতক্ষণ না তা কচ্ছপের হাড়ের মত শক্ত হয়।

৫। **নেকড়ে**—নেকড়ে খুব ক্রোধী ও হিংস্র পশু। মানুষও ঘৃণা, রাগ ও উদ্ধত স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়ে অতি সামান্য কারণে নরহত্যাও করে থাকে। আপনার বদমেজাজ যতক্ষণ না ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, ততক্ষণ আপনি চেষ্টা করে বশে রাখলেও রাখতে পারেন; কিন্তু তা থেকে মুক্তি পেতে হলে যীশুর কাছে স্বীকার করে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের বাক্যে বলে, "তোমার চক্ষুতে ক্রোধ না থাকুক। ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত হও, কোপ ত্যাগ কর, রুষ্ট হইও না, হইলে কেবল দুষ্কার্য্য করিবে (গীত ৩৭ : ৮)। ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যাবৎ, কিন্তু অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়াইতে পারে"? (হিতো ২৭ : ৪) "হীনবুদ্ধি লোকদেরই বক্ষঃ বিরক্তির আশ্রয়; অতএব তোমার হৃদয় হইতে বিরক্তি দূর কর" (উপদেশক ৭ : ৯, ১১ : ১০)। "সর্ব্বপ্রকার রাগ পরিত্যাগ কর" (কল ৩ : ৮)।

এমন অনেক কাপুরুষ আছে, যারা মন্দ কাজ করতে বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উৎসাহ পাবার জন্য মদ্যপান করে; কিন্তু "তাহাদের দ্রাক্ষারস নাগদিগের গরল, তাহা কালসর্পের উৎকট হলাহল" (দ্বিঃ বিঃ ৩২ : ৩৩)। যাদের হৃদয় পাপে পূর্ণ, তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্যগ্র, কিন্তু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। যীশু বলেন, "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত জ্ঞান করিবে, এবং তোমার শত্রুকে প্রেম করিবে"। যদি আমরা আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করি, তবে ঈশ্বরও আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

Copyright ANGP

একগুয়েমীর ও বচসার আত্মা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমভাবে ঘৃণা। যুদ্ধ ও রক্তপাত করার কু-অভিলাষ যেমন মানুষের অন্তর থেকে ওঠে, তেমনি স্থায়ীভাবে শান্তি পেতে হলে, তাও মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

৬। **সাপ—** সাপ এদন উদ্যানে হবাকে ভুলিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক ও সহভাগিতা ছিল, তা নষ্ট করে দিয়েছিল। শয়তান, সেই পতিত স্বর্গ দূত লুসিফার, ঈশ্বরের সঙ্গে আদম-হবার সিদ্ধ ও পবিত্র মিলন সহ্য করতে পারেনি; বিশ্বে তাদের প্রভুত্ব করতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের বিনাশ করতে সঙ্কল্প করেছিল এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের পবিত্র সহভাগিতার জীবনে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। ঐ একই পৈশাচিক ঈর্ষা ও হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ একে অন্যের শান্তি নষ্ট করে। ঈর্ষা বা "অন্তর্জ্বালা পাতালের ন্যায় নিষ্ঠুর" (পরম গীত ৮ঃ৬)। এই হেতু মানব হৃদয়ে মন্দ চিন্তার উদ্ভব হয়, এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত করে। অনেকের বিবাহিত জীবনে তার প্রমাণ মেলে। ব্যবসায় যেমন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তেমনি ঈর্ষা অবর্ণনীয় দুঃখ ও ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি খ্রীষ্টিয়ান কার্য্যকারী, প্রচারক-পুরোহিতেরাও এর হাত থেকে অব্যাহতি পায় না। অন্যকে নিজের চেয়ে প্রভুর কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হতে দেখলে তাদের হৃদয়ে ঈর্ষা প্রবেশ করে। এই সকল খ্রীষ্টিয়ান কার্য্যকারীদের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং পবিত্র আত্মা যে প্রেম আমাদের অন্তরে সেচন করেন, সেই প্রেমে পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, পাছে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের কার্য্যকরীতা ও সেবা পৈশাচিক অত্মার দ্বারা বিনষ্ট হয়।

৭। **ব্যাঙ—**পোকামাকড় এদের খাদ্য। ব্যাঙ এখানে লোভ ও ধনাসক্তিরূপ পাপের প্রতীক, যা সকল মন্দের মূল (১ তীম ৬ঃ১০)। আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গোতে এমন এক প্রকারের ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়, যারা পোকামাকড় খেতে খেতে যতক্ষণ না পেট ফেটে মরে, ততক্ষণ খাওয়া ছাড়ে না। লোভী ব্যক্তি কখনও দরিদ্রদের সাহায্যার্থে হস্ত উন্মুক্ত করে না, বরং সৎ বা অসৎ, যে কোন উপায়ে এই জগতের অসার ধন সংগ্রহের চেষ্টা করে, যা কীটে ও মর্চ্চ্যায় ধ্বংস

Copyright ANGP

করে। "তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চায় ক্ষয় করে না. সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনেও থাকিবে" (মথি ৬ঃ ১৯-২১)। সোনা, রূপো, মূল্যবান পাথর ও পোষাক-পরিচ্ছদ অতি প্রিয় জ্ঞান করাতে আখন ও তার পরিবারস্থ সকলে বিনষ্ট হয়েছিল (যিহো ৭ অধ্যায়)। প্রভু যীশুর অন্যতম শিষ্য ঈস্করিতীয় যিহুদা, অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার গুরুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং শেষে নিজে আত্মহত্যা করেছিল। টাকা পয়সা বা সোনা-রূপো কিছু খারাপ নয়; কিন্তু মানুষের মনে এগুলো পাবার জন্য যে লালসা ও তে পেতে আছে, তাই তাঁকে ধ্বংসের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর হাজার হাজার নরনারী জুয়া খেলে বা বাজী রেখে মোটা পয়সা লাভের অসৎ আশায় সপরিবারে ধ্বংসের মধ্যে চলে যাচ্ছে। অল্প পরিশ্রম করে ধনী হবার ইচ্ছা তাদের নরহত্যা, এমন কি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে চালিত করে। এই ধনাসক্তি ও ধনলিপ্সার পাশে পাশে চলে যশঃলিপ্সা, ও ক্ষমতা প্রিয়তা। ক্ষমতা প্রিয়তা নানা প্রকারের, তা রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে পারে, যেন দরিদ্র অর্থনৈতিক শক্তির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে; তা ধর্ম্মীয় শক্তি হ'তে পারে, যদ্বারা ঈশ্বরের চেয়ে কোন মণ্ডলীর বিশেষ সংস্থার জন্য অধিক আগ্রহান্বিত হয়ে, প্রভুর এমন কোন সেবককে দোষী করে, যিনি কোন সংস্থার বিষয় চিন্তা না করে সাধুভাবে ঈশ্বরের পথে চলতে চান (মার্ক ৯ঃ ৩৮)। প্রভু যীশু বলেন, "সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না" (লূক ১২ঃ ১৫)। যারা ধনী অথচ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ, তাদের একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হ'ল, "একজন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে সে মনে মনে বিবেচনা করিতে

Copyright ANCB

লাগিল, কি করি? আমার শস্য রাখিবার ত স্থান নাই। পরে কহিল, এইরূপ করিব, আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মাণ করিব, এবং তাহার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও দ্রব্য রাখিব। আর আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহু বৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, হে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবি করিয়া লওয়া যাইবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করিলে, এ সকল কাহার হইবে? যে কেহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে ধানবান নয়, সে এইরূপ" (লূক ১২ঃ ১৬-২১)। "বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? (মার্ক ৮ঃ ৩৬)? "কি ভোজন করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়ে কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। .....তোমরা বরং তাঁহার রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। .....কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের মনও থাকিবে" (লূক ১২ঃ ২২-৩৪)।

৮। **শয়তান**— শয়তান নিজে মিথ্যাবাদী ও সকল মিথ্যাবাদীর পিতা। সে মানব-হৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব করে ও তাকে পাপকার্য্যে প্রেরণা দেয়। যীশু বলেন, "তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা, সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা" (যো ৮ঃ ৪৪)। সামান্য মিথ্যাও গুরুতর মিথ্যার মত মন্দ। কথাবার্তা, লেখনী ও কার্য্য সকল কিছুর মধ্যেই মিথ্যা থাকতে পারে। যে কপটি, সেও মিথ্যাবাদী, কারণ সে প্রকৃতপক্ষে যা নয়, তারই ভাণ করে। ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না, খ্রীষ্টিয়ানও পারে না (তীত ১ঃ ২)। "আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না" ১ যো ১ঃ ৬)। "বাহিরে রহিয়াছে কুক্কুরগণ,

Copyright ANGP

মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে" (প্রকা ২২ : ১৫)। ঈশ্বর মিথ্যাসাক্ষী ও মিথ্যাবাদীকে ঘৃণা করেন (হিতো ৬ : ১৬-১৯)।

৯। **তারা**— তারা মানবের বিবেকের প্রতীক। এখানে ইহা মন্দের দ্বারা কলঙ্কিত, অবিরত স্বেচ্ছায় পাপে লিপ্ত থাকার দরুণ অন্ধ, বিপথগামী এবং মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছে। নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। এই মন্দ বিবেক কখনও শান্ত, আবার কখনও বা অস্থির হ'য়ে ওঠে। যাকে ক্ষমা করা উচিত, তাকে ক্ষমা না ক'রে দোষী সাব্যস্ত করে, এবং দোষের পাত্রকে দোষী না করে ক্ষমা করে। লোহাকে যেমন আগুনের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়, তেমনি এই বিবেককে যেন দগ্ধ করা হয়েছে ; তার আর কোন জ্ঞান বা অনুভূতি নেই। ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষামালায় মনোনিবেশ ক'রে, এবং ভাণ ক'রে মিথ্যা ব'লে বিশ্বাস থেকে স'রে পড়েছে (১ তীম ৪ : ১, ২)।

১০। **চক্ষু**— ঈশ্বরের চক্ষু মানুষের মনস্কল্পনা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে। তাঁর জ্বলন্ত চক্ষুগোচরে কিছুই লুক্কায়িত নেই। সুতরাং তিনি মানব-হৃদয়ের সকল গুপ্ত চিন্তা ও সঙ্কল্প জানেন ও দেখতে পান। যদি আপনি রাত্রির অন্ধকারে, বনের গভীরতম স্থানে, খাতের অতল তলে বা অন্য যে কোন স্থানে কোন মন্দ কাজ করেন, তাও ঈশ্বর দেখতে পান। (মুখমণ্ডল যেমন মানুষের হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করে, এই ছবি গুলোতে চক্ষুও তেমনি হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

১১। **অগ্নিবৎ জিহ্বা**— মানব-হৃদয়ের চতুর্দিকের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিবৎ জিহ্বা, পাপী মানবের প্রতি ঈশ্বরের গভীর প্রেমের নিদর্শন। ঈশ্বর পাপ ঘৃণা করেন, কিন্তু পাপীকে ভালবাসেন। একজন পাপীও যে বিনষ্ট হয়, এ তাঁর ইচ্ছা নয় ; বরং সে যেন মনঃপরিবর্ত্তন করে বাঁচে, এই তাঁর ইচ্ছা। প্রভু যীশু পাপীকে বাঁচাবার বা পরিত্রাণ করবার জন্য জগতে এসেছিলেন। আর একজন পাপী যদি মন ফিরায়,

Copyright ANOP

তাহলে স্বর্গেও মহানন্দ হয়। এই অগ্নিবৎ জিহ্বাগুলো যীশু খ্রীষ্টের রক্তের বিষয়ও প্রকাশ করছে। "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান (যো ১ : ২৯)।

১২। **স্বর্গদূত**— স্বর্গদূত ঈশ্বরের বাক্যের প্রতীক। ঈশ্বর শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও পাপভারে ভারাক্রান্ত নরনারীদের সঙ্গে কথা বলতে চান, যেন তারা অনুতাপ করে, এবংঈশ্বরের জ্যোতি ও প্রেম, তাদের অন্তরে প্রবেশ করে।

১৩। **কপোত**— কপোত পবিত্র আত্মা বা সত্যের আত্মার প্রতীক; যে আত্মা মানুষকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে অনুযোগ করে। পবিত্র আত্মা এখানে মানব হৃদয়ের বাইরে অবস্থিতি করছেন; কারণ যেখানে পাপ রাজত্ব করে, সেখানে তিনি থাকতে পারেন না।

প্রিয় পাঠক, এই ছবিটি যদি আপনার অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে, তবে অনুতাপ সহকারে প্রভু যীশুর কাছে এসে আপনার অন্তর খুলে দিন, যেন তাঁর বাক্যের জ্যোতি আপনার অন্তরকে আলোকময় ক'রে তোলে। "প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে" (প্রেরিত ১৬ : ৩১)। ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রস্তুত, হাঁ, তিনি আপনার হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করতে, আপনাকে নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় চিত্রে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হ'ল।

—০—

দ্বিতীয় চিত্র

এটি এক জন অনুতপ্ত লোকের হৃদয়ের অবস্থা, যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে। এখানে স্বর্গদূতকে একহাতে ঈশ্বরের বাক্যরূপ তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, যে বাক্যের বিষয়ে লেখা আছে,—"ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক" (ইব্রীয় ৪ : ১২)। ঈশ্বরের বাক্য এই কথাই তাকে স্মরণ

দ্বিতীয় চিত্র

করিয়ে দিচ্ছে যে, "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬ : ২৩); এবং "মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু ও তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে" (ইব্রীয় ৯ : ২৭)। আর বিচারের পর অবিশ্বাসী ও পাপীদের স্থান হবে অগ্নি ও গন্ধকের প্রজ্জ্বলিত হ্রদে।

স্বর্গদূতের অন্য হাতে আছে, একটি মাথার খুলি। এর দ্বারা তাকে মৃত্যুর বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যে শরীরকে আমরা এত ভালবাসি, যার জন্য এত পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা, যাকে খাদ্যের দ্বারা এত তৃপ্ত করি ও বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করি, যার অভিলাষ ও আকাঙ্খা পূণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, সেই দেহটি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কীটে তাকে খেয়ে ফেলবে; কিন্তু প্রাণ ও আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে অনন্তকাল অবস্থিতি করবে এবং বিচার সিংহাসনের সম্মুখে তাকে একদিন উপস্থিত হতে হবে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ লোকটি ঈশ্বরের বাক্য বা সুসমাচারে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁর প্রেমের কাছে অন্তর খুলে দিচ্ছে। পবিত্র আত্মাও অন্ধকার ও পাপময় হৃদয়টিকে আলোকিত করতে শুরু করেছেন। ঈশ্বরের জ্যোতি অন্ধকারকে দুর করে দেবার জন্য তাঁর মন্দিরে অর্থাৎ মানব-হৃদয়টিতে প্রবেশ করছে; সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও পালিয়ে যাচ্ছে। পাপ যা বিভিন্ন স্বভাবের জীবজন্তুর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তারাও পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং প্রিয় পাঠক, এই ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, ঠিক তেমনি প্রভু যীশুকে, যিনি জগতের জ্যোতি, তাঁকে, আপনার অন্তরে প্রবেশ করতে দিন, যেন অন্ধকার ও তার কর্য্যসকল আপনার হৃদয় থেকে পলায়ন করে। যীশু বলেন, "আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোনমতে অন্ধকারে চলিবে না" (যো ৮ : ১২)। আপনার হৃদয়ের অন্ধকারকে আপনার নিজের চেষ্টার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, বা মানবীয় কোন পদ্ধতির দ্বারা কখনই দূর করতে পারবেন না। সব থেকে সহজ, নিশ্চিত, দ্রুত এবং ফলপ্রসূ বা একমাত্র উপায় হচ্ছে, প্রভু যীশুকে, সেই জ্যোতিকে, অন্তরে প্রবেশ করতে দেওয়া, তবেই পাপরূপ অন্ধকার দূরীভূত হবে। অন্ধকার রাতে চাঁদ ও তারা আমাদের কিছুটা

Copyright ANGP

আলো দেয়, কিন্তু সূর্য্য উঠলে অন্ধকার, এমন কি, ঐ ক্ষুদ্র আলোকমালাও অদৃশ্য হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং "ধার্ম্মিকতার সূর্য্য"। তিনি যিরূশালেম মন্দিরে প্রবেশ করে গরু, ভেড়া, ঘুঘু সবই বের করে দিয়েছিলেন এবং পোদ্দারদের মেজ উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, "লেখা আছে, আমার গৃহ 'প্রার্থনা গৃহ' বলিয়া আখ্যাত হইবে, কিন্তু তোমরা ইহা "দস্যুগণের গহ্বর" করিতেছ" (মথি ২১ ঃ ১৩)। আপনার হৃদয় ঈশ্বরের গৃহ বা মন্দির হবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। তিনি চান এই গৃহে বাস করতে, তাকে সুশোভিত করতে, প্রেম, আনন্দ ও তাঁর জ্যোতিতে ভরপুর করতে। প্রভু যীশু যে কেবল আমাদের পাপ ক্ষমা করতে জগতে এসেছিলেন তা নয়, কিন্তু পাপের কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি থেকে উদ্ধার করে **স্বাধীন** বলে ঘোষণা করতে এসেছিলেন। "পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে" (যো ৮ ঃ ৩৬)।

—০—

তৃতীয় চিত্র

এটি একটি প্রকৃত অনুতপ্ত পাপীর হৃদয়ের ছবি। এ ব্যক্তি এখন তার পাপের গুরুত্ব ও ভয়ঙ্করতা বুঝতে পেরেছে, যার জন্য প্রভু যীশু ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন। স্বর্গদূত ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ক্রুশের মহিমা তার কাছে প্রকাশ করছেন। আর এ ব্যক্তি সেই ক্রুশের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, পাপের জন্য খেদে, মনস্তাপে, বেদনায় সে মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছে। খ্রীষ্ট যীশুতে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্য চিন্তা করতে করতে তার অন্তর প্রেমে বিগলিত হয়ে গেছে। বিশেষতঃ যখনই সে বুঝতে পেরেছে, যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তার পাপ ভার তুলে নেবার জন্য জগতে এসেছিলেন, এবং তিনি সেই অভিশপ্ত ক্রুশে প্রাণ দিয়ে তাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

প্রভু যীশুকে কোড়া মারা হয়েছিল, মাথায় তাঁর কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, বড় বড় প্রেক তাঁর হাতে পায়ে বিঁধিয়ে দিয়েছিল নিষ্ঠুর সেনারা; আর

Copyright ANGP

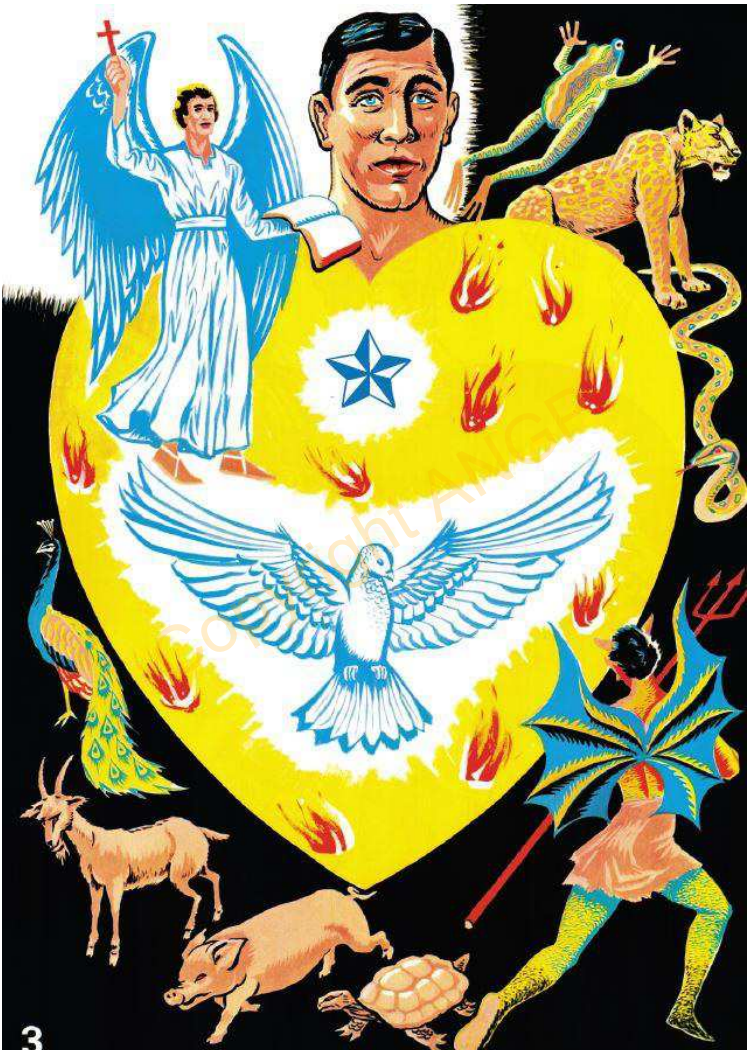

তৃতীয় চিত্র

তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশেতে নীরবে প্রাণ দিয়েছিলেন, এই সকল ঘটনা এই অনুতপ্ত পাপীর কাছে সুস্পষ্ট ও গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে এবং তার জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আয়নাতে যেমন লোকে নিজের আকৃতি দেখে, তেমনি সে ঈশ্বরের বাক্যরূপ আয়নাতে নিজেকে দেখতে পেয়েছে। সে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে কত দূরে চলে গেছিল এবং কী ভাবে তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে চলেছিল, সে তা বুঝতে পেরেছে। মনঃপরিবর্তনজনিত গভীর মনোদুঃখে ও অনুতাপে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই সে চোখের জলে ঈশ্বরের কাছে তার হৃদয় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। প্রভু যীশুও তার নিকটে এসেছেন; ঈশ্বরের প্রেম ও শান্তি তার অন্তরে বিরাজ করছে। সে এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, "ঈশ্বরের পুত্র, যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে" (১ যো ১ঃ ৭)। "সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্ত্তী, তিনি চূর্ণমনাদের পরিত্রাণ করেন" (গীত ৩৪ঃ ১৮)। ঈশ্বরের বাক্যে আরও আছে, "এই ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ যে দুঃখী, ভগ্নাত্মা ও আমার বাক্যে কম্পমান তাহার প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব" (যিশা ৬৬ঃ ২)। পবিত্র আত্মা তাকে প্রভু যীশুর উক্তি শুনাচ্ছেন, "বৎস সাহস কর, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল"। এখনও সে ক্রুশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও প্রভু যীশুর প্রায়শ্চিত্তকারী রক্তের বিষয় ধ্যান করছে। সে বিশ্বাস করেছে, এ সকল তারই জন্য হয়েছে, সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝেছে যে তার পাপের বোঝা সব চলে গেছে; কারণ প্রভু যীশু আমাদের বদলে সকল বোঝা, সকল দুঃখ বহন করেছেন। "তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন" (যিশা ৫৩ অধ্যায়)।

ঈশ্বরের প্রেম ও পবিত্র আত্মা তার পরিদৃত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বিশ্বাসে প্রভু যীশুর ক্রুশের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে তার পাপ সকল ক্ষমা হয়ে গেছে। "ঈশ্বরের পুত্র, যীশুর রক্ত আমাদিগকে সকল পাপ

Copyright ANGP

হইতে শুচি করে" (১ যো ১ঃ ৭)। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের এই বাক্যে তার আর কোন সন্দেহ নেই। সে এখন নিশ্চিত যে, "যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অনন্ত জীবন পায় (যো ৩ঃ ১৬)। কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে "তাঁহার রক্ত দ্বারা আমরা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে" (ইফি ১ঃ ৭)। জীবনের সকল পাপময় বাসনা দূরীভূত হয়ে গেছে, এবং সেই স্থান অধিকার করেছে ঐশ্বরীক জীবনের গভীরতায় প্রবেশ করার ইচ্ছা, ও "যিনি আমাদিগকে প্রথমে প্রেম করেছেন" তাঁকে, অর্থাৎ যীশুকে সেবা করার ইচ্ছা। জগৎ ও তন্মধ্যস্থ বিষয় সকলে এখন আর তার প্রীতি নেই। তার চিত্তের ধ্যান এখন নিবদ্ধ কেবল "ঈশ্বর ও স্বর্গীয় বিষয়ে"।

সুতরাং এই ছবিতে বর্ণিত বিভিন্ন পাপের প্রতীক জীবজন্তু গুলো এখন তার হৃদয়ের বাইরে অবস্থিতি করছে। শয়তান কিন্তু তার দীর্ঘ পুরাতন আবাস ছেড়ে যেতে রাজী নয়। সে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে ও আবার সেখানে প্রবেশের ছিদ্র অন্বেষণ করছে। সেই জন্য প্রভু যীশু আমাদের সতর্ক ক'রে বলেছেন, "জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর"; আবার "দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের ছাড়িয়া পলায়ন করিবে" (যাকোব ৪ঃ ৭)

—০—

চতুর্থ চিত্র

এটি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয়ের ছবি, যে আমাদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি পেয়েছে। এখন তার শ্লাঘার বিষয় কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, যার দ্বারা তার জন্য জগৎ ও জগতের জন্য সে ক্রুশারোপিত (গালা ৬ঃ ১৪)। প্রভু যীশু ক্রুশে প্রাণ দিলেন, "যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই" (১পি ২ঃ ২৪)। খ্রীষ্টিয়ান জগতের পক্ষে ক্রুশারোপিত। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়েছে, "তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না" (গালা ৫ঃ ১৬)।

Copyright ANGP

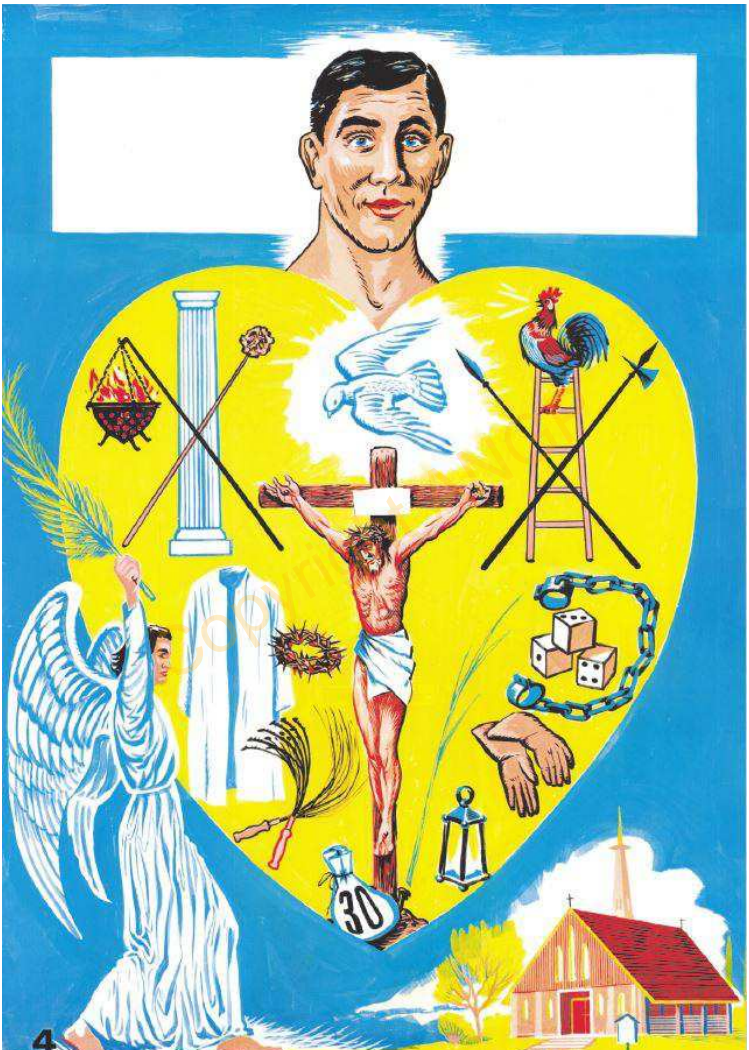

চতুর্থ চিত্র

এই ছবিতে আমরা প্রভু যীশুর ক্রুশ দেখতে পাচ্ছি, যাতে তাঁকে নির্মমভাবে, কাপড় খুলে নিয়ে বিদ্ধ করা হ'য়েছিল ; সেই সঙ্গে কশা এবং কোড়াও দেখা যাচ্ছে, যাদ্বারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হয়েছিল। তিনি আমাদের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন ; কারণ "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল" (যিশা ৫৩ ঃ ৫; এই সঙ্গে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি পাঠ করুন)। হেরোদ ও তার লোকেরা যীশুকে বিদ্রূপ করেছিল, তাঁকে কোড়া মেরেছিল, সোনার মুকুট না পরিয়ে তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, রাজদণ্ড না দিয়ে তাঁর ডান হাতে একটা নল দিয়েছিল, আর ঠাট্টা ক'রে নতজানু হ'য়ে বলেছিল, "যিহুদীরাজ, নমস্কার। আর তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল" (মথি ২৭ ঃ ২৯, ৩০)। এইরূপ লজ্জাজনক ভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ ক'রে তাঁকে ক্রুশে দিতে নিয়ে গেছিল।

আজকাল খ্রীষ্টিয়ান নামে পরিচিত অনেককে নিয়মিত গীর্জ্জায় যেতে, গান প্রার্থনা করতে, এমন কি প্রভুর ভোজও গ্রহণ করতে দেখা যায় ; কিন্তু তাদের কু-ক্রিয়া দ্বারা প্রতিনিয়ত ত্রাণকর্তাকে ক্রুশে দিচ্ছে। এই জন্য লেখা আছে, "যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে" (মথি ৭ ঃ ২১-২৭)।

এখানে যিহুদার টাকার থলিও দেখা যচ্ছে, যে যিহুদা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, কারণ অর্থ-লিপ্সা তাকে বন্দী ও অন্তরদৃষ্টিহীন ক'রে রেখেছিল। সৈনিকেরা যে মশাল জেলেছিল ও যে শিকল দিয়ে সেই রাত্রিতে তাঁকে বেঁধে এনেছিল, তাও এখানে দেখা যাচ্ছে। পাশা খেলার ঘুঁটিও (Dice) এখানে দেখতে পাচ্ছি, সৈনিকেরা এটা তাঁর বস্ত্র বিভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করতে ব্যবহার ক'রেছিল। এইভাবে তারা শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ করল, "তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করে, আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করে" (গীত ২২ ঃ ১৮)। আমার প্রভুর সব কিছুই তারা

Copyright ANGP

নিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তাঁকে তারা পরিত্যাগ করেছিল, আর বলেছিল, "আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবার জন্য এ ব্যক্তিকে চাই না"।

সচরাচর মানুষ ঈশ্বরের সকল আশীর্বাদ— যেমন বৃষ্টি, সূর্য্যকিরণ ইত্যাদি পেতে চায়, কিন্তু তাঁকে নিজেদের জীবনে কর্তৃত্ব করতে দিতে চায় না। অনেকে আবার তাঁকে শুধু দুঃখ ও নিরাশার সময়ে 'মহানসাহায্যকারী' হিসাবেই পেতে চায়।

"একজন সেনা বর্শা দিয়া তাঁহার (যীশুর) কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল" (যো ১৯ ঃ ৩৩-৩৭)। কুকড়া ডাকার পূর্বে পিতর তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে সেজন্য রোদন করেছিল। আপনি কথায় ও কাজে তাঁকে কি স্বীকার করেছেন? না, লোক সাক্ষাতে তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে লজ্জা বোধ করছেন? যীশু বলেন, "যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব। কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমি আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব" (মথি ১০ ঃ ৩২,৩৩)। তিনি আরো বলেন, "যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার যোগ্য নয়" (মথি ১০ ঃ ৩৮)। ধন্য তারা, যারা খ্রীষ্টরূপ শৈলের ওপর দণ্ডায়মান।

"যীশু 'আশ্রয়-গিরি' হে,
লুকাও আমায় তোমাতে;
তব পার্শ্ব নির্গত
বারি বয় আর শোণিত;
ঘুচায় পাপের দায় ও বল—
আমায় কর তায় নির্মল"।

পঞ্চম চিত্র

এটি ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা ধৌত ও পবিত্রীকৃত মানব-হৃদয়ের অবস্থা। এ ব্যক্তির হৃদয় এখন ঈশ্বরের উপযোগী মন্দিরে পরিণত

Copyright ANGP

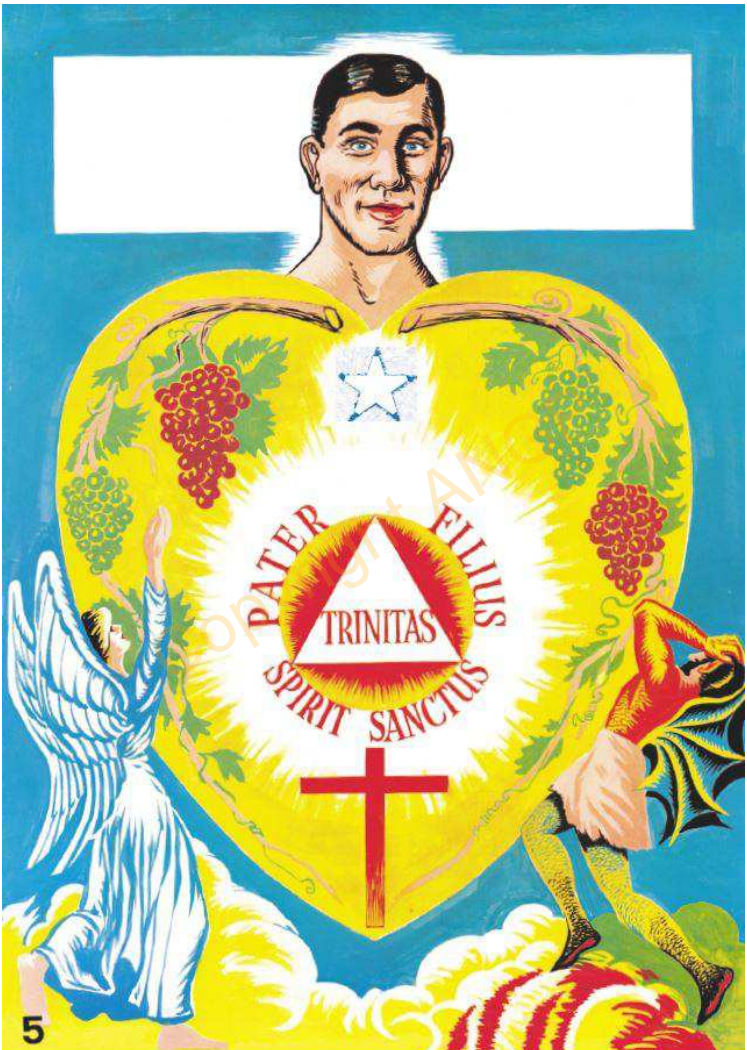

পঞ্চম চিত্র

হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা বাস করেন। কারণ প্রভু যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।" (যো ১৪ : ২৩)। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষকে আশীর্বাদ করেন; সম্মান করেন (যো ১২ : ২৬); উচ্চ পদান্বিতও করেন (লূক ১ : ৫২)।

এ হৃদয় এখন ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির। পাপের এখানে আর স্থান নেই। সমস্ত মিথ্যার পিতা শয়তানের দ্বারা পরিচালিত জীবজন্তুর পরিবর্তে পবিত্র আত্মা বা সত্যের আত্মা এখানে অবস্থিতি করছেন। যা পাপের ঘৃণার্হ আবাস ছিল, সেই হৃদয় এখন সুন্দর, সুশোভিত, ফলপ্রসূ বৃক্ষ বা উদ্যানে পরিবর্তিত হয়েছে এবং আত্মার ফল সকলও প্রকাশিত আছে—যথা প্রেম, আনন্দ, শান্তি, নম্রতা, দীর্ঘ-সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রীতিজনক অন্যান্য গুণ। সে এখন প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, যীশু খ্রীষ্টের ফলবতী শাখায় পরিণত হয়েছে; এর গুপ্ত রহস্য এই যে, সে এখন খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিতি করছে ও খ্রীষ্ট তাতে অবস্থিতি করছেন (যো ১৫ : ১-১০)। সে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজিত ও পূর্ণীকৃত হয়ে, সেই পুরাতন মনুষ্যকে ক্রুশা-রোপিত করতে এবং সমস্ত মাংসিক অভিলাষের ওপর জয়লাভ করতে শক্তি পেয়েছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সে আত্মার বশে চলতে ও মাংসকে জয় করতে শিখেছে। শ্রবণ, দর্শন ও অনুভূতির দ্বারা আর সে চালিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে যে বিশ্বাস, তাই জগতকে জয় করেছে (১ যো ৫ : ৪ ৫)। সে নিশ্চিত ও জীবন্ত প্রত্যাশায় জীবন যাপন করছে এবং প্রভু যীশুর পুনরাগমনের গৌরবময় প্রত্যাশায় সঞ্জীবিত হচ্ছে ও ঈশ্বরের চিরস্থায়ী প্রেমে অবস্থিতি করছে।

"ধন্য যাহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" (মথি ৫ : ৮)। দায়ুদ রাজা যদিও প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন ও তাঁর

Copyright ANGP

সকল শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন, তথাপি তিনি জানতেন, যে মানুষের অন্তরেই সব থেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়; তাই প্রার্থনা করেছিলেন, "হে ঈশ্বর আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও" (গীত ৫১ঃ ১০)। কোন মানুষই অন্তরকে পবিত্র করতে অথবা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করতে পারে না, কেবলমাত্র ঈশ্বর পারেন এবং যে ব্যক্তি সাধু দায়ুদের মত যথার্থরূপে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে বিনতি করে, তাকে তিনি দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আপনার হৃদয়েও নতুন সৃষ্টির কাজ সাধন করতে চান। নিষ্ফল প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করে, আপনার উপার্জ্জিত ছিন্ন বস্ত্রবৎ ধার্ম্মিকতায় তালি দিয়ে, ঈশ্বরের বাসোপযুক্ত অন্তঃকরণ সৃষ্টি করতে আপনি পারেন না। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত আছেন; কারণ তিনিই প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে" (যিহি ৩৬ঃ ২৫-২৭)। ইহাই ঈশ্বরের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত নূতন নিয়মের অর্থ।

এই ছবিতে স্বর্গদূতকে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে এবং যারা অনন্ত জীবনের অধিকারী, তাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করতে ও তাদের সেবা করতে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের নিযুক্ত করেছেন (গীত ৩৪ঃ ৭; ৯১ঃ ১১; দানি ৬ঃ ২২; মথি ২ঃ ১৩; ১৮ঃ ১০ ১১; প্রে ৫ঃ ১৯; ১২ঃ ৭-১০)।

Copyright ANCP

শয়তানকেও এই ছবিতে আবার দেখা যাচ্ছে। সে এ ব্যক্তির হৃদয়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আবার সেখানে প্রবেশ করবার সুযোগ খুঁজছে। সেই জন্যই প্রভু আমাদিগকে সতর্ক করে বলেছেন, "জেগে থাক ও প্রার্থনা কর" কারণ আমাদের "বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে" (১ পি ৫ : ৮)। প্রায়ই সে স্বর্গদূতের বেশে অসতর্ক ভক্তদের কাছে উপস্থিত হয় ও জাগতিক অভিলাষের দ্বারা তাদের অন্তরকে বিভ্রান্ত করে; এইরূপ চাতুরী দ্বারা মনোনীতদের পর্য্যন্ত প্রতারিত করে। সুতরাং আমরা যদি দিয়াবলের প্রতিরোধ করি, তাহালে সে পালিয়ে যাবে (যাকোব ৪ : ৭)।

—০—

ষষ্ঠ চিত্র

এটি এমন একজন বিমর্ষ লোকের ছবি, যে বিশ্বাস থেকে ক্রমাগত সরে পড়ছে। খ্রীষ্টিয় জীবনে আস্তে আস্তে সে শিথিল হয়ে পড়ছে; প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার একটা চোখ যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অন্য চোখটি দ্বারা সে নির্লজ্জের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন জগতকে প্রেম করতে চাইছে। তার অন্তরস্থ জ্যোতি ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ছে। খ্রীষ্টের সঙ্গে দুঃখভোগ করার ইচ্ছা তার এক প্রকার নেই বললেই চলে এবং ধার্ম্মিকতার পথে সে আর মোটেই সুস্থির নয়। শয়তান চারিদিক থেকে নানাবিধ প্রলোভনে তাকে প্রলুব্ধ করছে, আর সে তার প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, বরং আত্মসমর্পন করছে। ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত না করে, সে দিয়াবলের মিথ্যা ভ্রান্তি ও চাতুরীর প্রতি মনোযোগ করছে। সে নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতে পারে, ধর্ম্মের আবরণ দিয়ে জাগতিকতাকে ঢেকে রাখতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার প্রেম যে ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বি-মনা লোকের মত দু-নৌকায় পা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে জগতকে সে প্রেম করতে চাইছে, আবার অন্যদিকে

Copyright ANGP

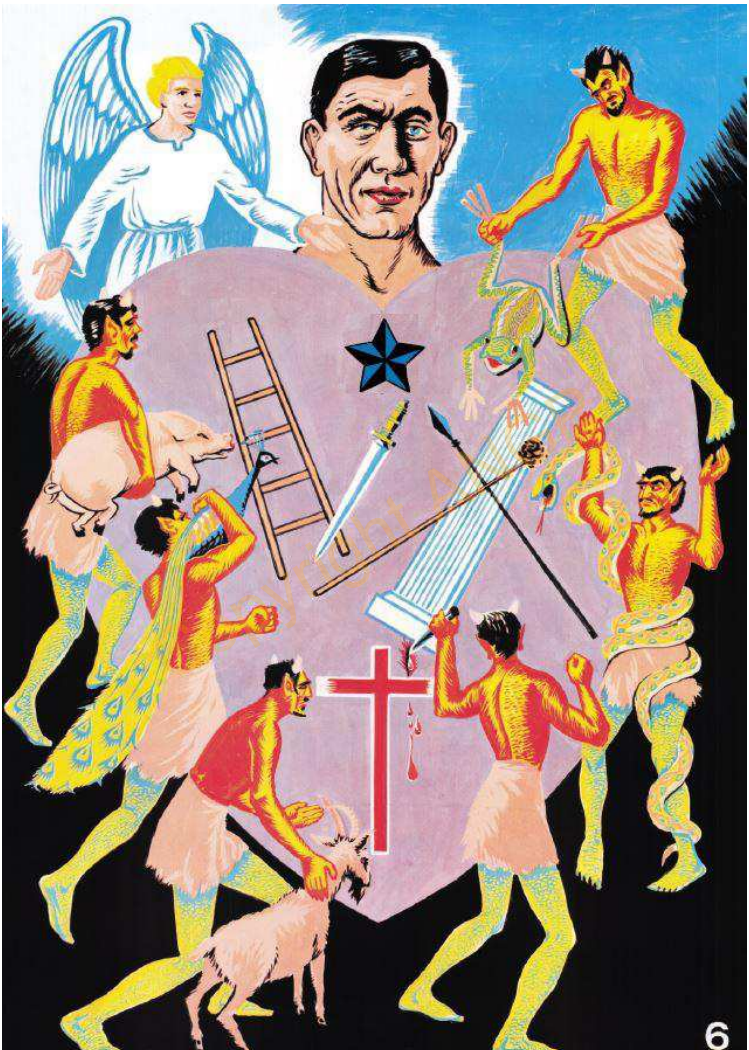

ষষ্ঠ চিত্র

ঈশ্বরের প্রেমের কাছে ভাণ করছে। বিবেকের প্রতীক তারাটি নিস্তেজ হ'য়ে আসছে। ক্রুশ এখন তার পক্ষে ভারী বোঝা হয়ে পড়েছে, হাসি মুখে সে আর বহন করতে পারছে না। তার বিশ্বাস টলমল করছে,- প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা রক্ষা করা সে পরিত্যাগ করেছে। নিজের প্রকৃত অবস্থার প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন হ'য়ে, সে বরং শয়তান—যে বাইরে তৎ পেতে বসে আছে— তার জন্য ক্রমশঃ হৃদয়দ্বার খুলে দিচ্ছে। বিশ্বাসীর সহভাগিতায় আনন্দ উপভোগ করণাপেক্ষা বরং জাগতিক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করাই প্রিয় জ্ঞান করছে।

ময়ূরের দ্বারা প্রকাশিত অহঙ্কারের আত্মা, আবার তার অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। সে যে কেবলমাত্র অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে, এ কথা ভুলে গিয়ে এখন অহঙ্কারী খ্রীষ্টীয়ান হয়েছে। মত্ততা তার দরজায় আঘাত করছে ও প্রবেশের পথ খুঁজছে। হয় তো বা জাগতিক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে,—যেখানে সে অদ্ভুত, দুর্ব্বল ও অসামাজিক বলে প্রতিপন্ন হ'তে লজ্জা বোধ করে, সেখানে দিয়াবল তাকে বলে, "এই একবার একটু মদ খেলে তোমার আত্মীক জীবনের কোনই হানি হবে না"। মাংসিক চিন্তা ও অভিলাষ আবার তার জীবনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সম্ভবতঃ সে অশ্লীল তামাসা উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে। কুৎসিত ছবির দিকে বার বার তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে; শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হ'য়ে সে অসৎ সঙ্গ, নৃত্যশালা, আপত্তিকর আমোদ-প্রমোদ সবই উপভোগ করতে শুরু করেছে। কারণ দিয়াবল তাকে বলে, "এ সবই প্রকৃতির নিয়ম; আর সামান্য একটা পাপ, ও কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়।

সত্যই যদি বন্য অশুচি পক্ষী ও অশুচি চিন্তা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, তবে আমাদের কিছুই করবার নেই; কিন্তু যদি আমাদের ওপরে অবস্থিতি করতে ও অন্তরে বাসা বেঁধে মন্দ কাজ করতে দিই তবেই আমরা দোষী। যদি শয়তানের দিকে আমরা ছোট একটা আঙ্গুল বাড়িয়ে দিই,

Copyright ANGP

তাহলে সে সম্পূর্ণ হাতটা ধরে টেনে আমাদের মন ও আত্মা অনন্ত নরকে নিয়ে যাবে। সুতরাং ঈশ্বর যথার্থই আমাদিগকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন আমরা যৌবনের অভিলাষ হতে পলায়ন করি, ও পাপের (যে কোন প্রকারের হোক না কেন) সঙ্গে খেলা না করি; বরং উদ্ধারকর্তা, বিজয়ী খ্রীষ্ট যীশুর কাছে ছুটে আসি।

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটা লোক ছোরা নিয়ে এ ব্যক্তির হৃদয়কে বিদ্ধ করছে; এর দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী ও বিদ্রূপকারীদের বুঝান হচ্ছে। এই লোকেরা অশুচি জিহ্বা ও বিদ্রূপকারী ওষ্ঠ দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানের অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করে,—দুর্ব্বলচিত্তেরা এই আঘাত সহ্য করতে পারে না। এ ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষকে অধিক ভয় করতে আরম্ভ করেছে। 'পাছে লোকে কিছু বলে,' এই মনে করে সে মানুষের দাস হয়ে পড়েছে ও ক্রমে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দুঃখ-কষ্ট ও নিরাশার সময় রাগ ও বদ-স্বভাব এসে দেখা দিচ্ছে, ও তার জীবনে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করছে। এই প্রকারে সব কিছুই যখন তার অন্তরে প্রবেশ করে কর্তৃত্ব করতে শুরু করেছে, তখন অতর্কিতে সাপ, যে ঈর্ষার প্রতীক, সেও তার হৃদয়ে গুড়ি মেরে ঢুকছে। ঈর্ষা যদি একটু সুযোগ পায়, তাহলেই ঘৃণা ও অহঙ্কারের জন্য পথ খুলে দেয়।

অর্থ-লিপ্সাও আমাদের অন্তরে অতি সহজে গুড়ি মেরে প্রবেশ করতে পারে, যদি না আমরা প্রভু যীশুর সতর্ক বাণীতে অবধান করি, "জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়" (মথি ২৬ ঃ ৪১)। "অতএব যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে সাবধান হউক, পাছে পড়িয়া যায়" (১ করি ১০ ঃ ১২)। ঈশ্বরের সকল যুদ্ধ সজ্জায় আমাদের সজ্জিত হওয়া অতি অবশ্য বাঞ্ছনীয়, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি (ইফি ৬ ঃ ১১-১৮)।

সপ্তম চিত্র

এই ছবিটি প্রথমতঃ এমন একজন বিশ্বাস ভ্রষ্ট লোকের হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করছে, যে একবার প্রভু যীশুর প্রায়শ্চিত্তকারী রক্তের দ্বারা মুক্তি পেয়ে, স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের রসাস্বাদন করে এবং পবিত্র আত্মার অংশী হয়েও বিশ্বাস থেকে

Copyright ANCF

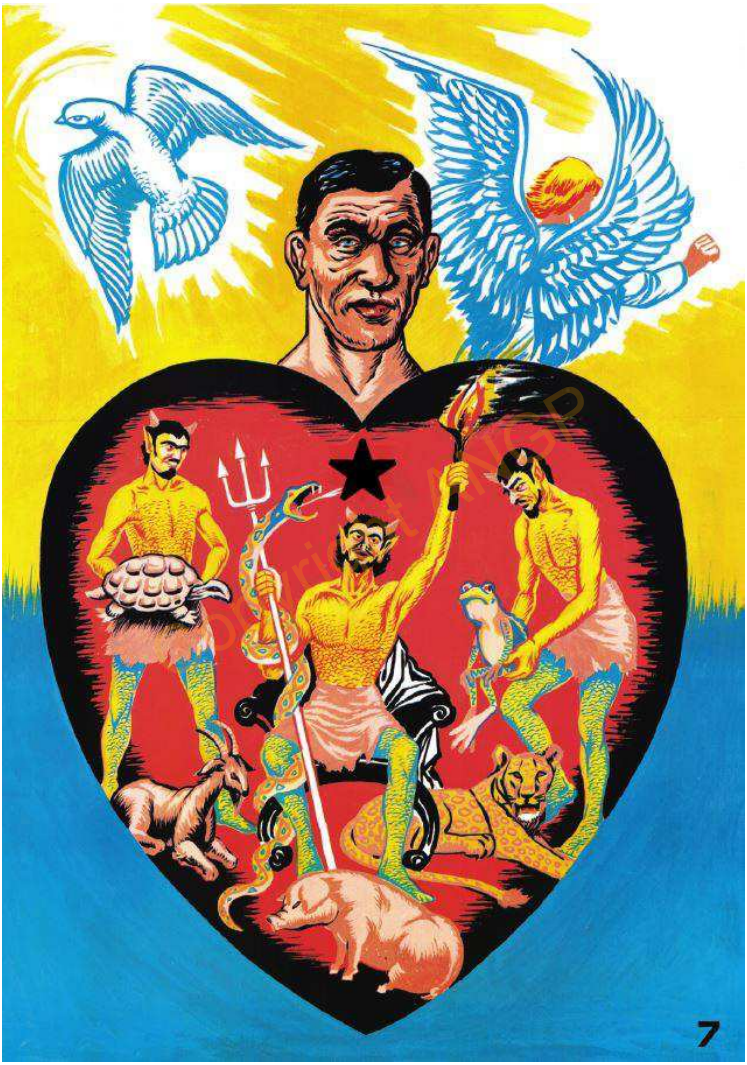

সপ্তম চিত্র

সরে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এর দ্বারা অন্য আর এক জন লোকের হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করছে, যে সত্যের সুসমাচার জেনেও কখনও মনঃপরিবর্ত্তন করে নি বা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। ঈশ্বরের চেতনাদায়ী বাক্য সত্ত্বেও যে হৃদয় কঠিন করে, সে দিনে দিনে আরও মন্দের দিকে এগিয়ে যায়, নিজেকে সংশোধন করবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোন মতেই তা সম্ভব হয় না। এইরূপ বিশ্বাস ভ্রষ্ট লোকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রভু যীশু নিজে বলেছেন, "যখন অশুচি আত্মা মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে সঙ্গে লইয়া আইসে, এবং তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয় (লুক ১১ ২৪-২৬)। কিন্তু "তাহাদিগেতে এই সত্য প্রবাদ ফলিয়াছে—কুকুর ফিরে আপন বমির দিকে; আর ধৌত শূকর ফিরে কাদায় গড়াগড়ি দিতে" (২ পিতর ২ ; ২২)। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের উক্ত পদগুলির দ্বারা বিশ্বাস ভ্রষ্ট (Back Slider) ও অনুতপ্ত পাপীর হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টরূপে জানতে পেরেছি। পাপ সর্ব্বপ্রকার চাতুরী সহ আবার এই হৃদয়ে অবস্থিতি করতে প্রবেশ করেছে। এ ব্যক্তির মুখমণ্ডলেও হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। পাপ ও পবিত্র আত্মা এক সঙ্গে অবস্থিতি করতে পারে না; তাই পবিত্র আত্মার প্রতীক কপোত, তার হৃদয় থেকে চলে গেছে। কোন হৃদয় এক সঙ্গে পবিত্র আত্মার মন্দির ও শয়তানের গহ্বর হতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতীক স্বর্গদূত, দুঃখীত হয়ে চলে গেলেও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন, যদি সে অপব্যয়ী পুত্রের মত মনঃপরিবর্ত্তন করে ফিরে আসে। "শূকরে যে শুঁটি খাইত, তাহা দিয়া সে (অপব্যয়ী পুত্র) উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না। কিন্তু চেতনা

Copyright ANGP

পাইলে সে বলিল,……আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই" (লুক ১৫ঃ ১৬-১৯)। পিতা তার অনুতপ্ত পুত্রকে ক্ষমা করে পুনরায় পুত্র বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

হৃদয়ের এই ছবিটিতে প্রকৃত অনুতাপের বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার অথবা প্রভু যীশুর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তার বিবেক তপ্ত লৌহের মত নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে নীরব হয়ে রয়েছে। কাণ থাকতেও সে প্রভু যীশুর চেতনাদায়ী বাক্য শুনতে পাচ্ছে না; চোখ থাকতেও তার জন্য অপেক্ষাকারী জলন্ত নরকের অতল গহ্বর দেখতে পাচ্ছে না। পাপে জীবন যাপন করতে এখন তার আর কোন লজ্জা নেই। শয়তান রাজত্ব করবার জন্য তার হৃদয় সিংহাসনে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ স্বত্বেও দৃশ্যমতে সুন্দর, সম্মানজনক ও ধর্ম্মীয় অবয়বের জন্য সে গর্ব্ব করতে পারে, যা বাইরে চূণকাম করা, "কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ব্ব প্রকার অশুচিতা" ভরা কবরের সদৃশ (মথি ২৩ঃ ২৭)।

সর্ব্ব প্রকার মিথ্যার পিতা, সত্যের আত্মার স্থান দখল করে বসেছে। এক এক ধরণের মন্দ স্বভাব ও পাপের প্রতীক এক একটি জন্তু, এক একটি দুষ্ট ও অশুচি আত্মার আবেশে হৃদয়কে অধিকার করে বসেছে। যদিও সে এ সকল নীচ বৃত্তি থেকে রেহাই পেতে চায়, তথাপি ঐ সকল আত্মা তাকে আবদ্ধ করে রাখে। "কেহ মোশির ব্যবস্থা অমান্য করিলে সে দুই বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে বিনা করুণায় হত হয়; ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করিয়াছে, এবং নিয়মের যে রক্ত দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহা সামান্য জ্ঞান করিয়াছে এবং অনুগ্রহের আত্মার অপমান করিয়াছে, সে কত অধিক নিশ্চয় ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য না হইবে"? (ইব্রীয় ১০ঃ ২৮-২৯)

প্রিয় বন্ধু, এই ছবিটি কি আপনার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করছে? যদি তাই করে, তবে বিলম্ব না ক'রে হৃদয়ের একাগ্রতায় ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করুন।

Copyright ANGF

তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করতে পারেন (ইব্রীয় ৭ ঃ ২৫)। আপনার পাপ ক্ষমা করতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যদি প্রকৃত অনুতাপ সহকারে তাঁর শরণাপন্ন হন, তবে তিনি দিয়াবল ও অন্ধকারের সকল অনুচরকে আপনার হৃদয় থেকে বের ক'রে দেবেন। সেই কুষ্ঠির মত প্রভু যীশুর কাছে এসে বলুন, "যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন।" যীশু উত্তর করিলেন "আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও" (মার্ক ১ ঃ ৪০-৪১)। কিন্তু যদি আপনার হৃদয় কঠিন করেই রাখেন, এবং জ্যোতি অপেক্ষা অন্ধকারকে অধিক ভালবাসেন, তবে আপনার কোন আশা নেই, কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না ; কারণ জীবন না নিয়ে মৃত্যুই আপনি পছন্দ ক'রে নিয়েছেন—"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬ ঃ ২৩)।

—০—

অষ্টম চিত্র

এখানে আমরা দেখছি, একজন দীর্ঘসূত্রী ও কঠিন হৃদয়বিশিষ্ট পাপী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু তার কাছে এসে হাজির। পাপের অসার আনন্দ আর নেই ; বরং তার ভয়াবহ ও চরম বেতনের বীভৎস বাস্তবতার সম্মুখীন তাকে এখন হ'তে হবে। নরকের দুঃসহ যন্ত্রণা তার শিকারকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে চলেছে। যদিও সে এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চাইছে, তথাপি সে বুঝতে পারছে, যে ঈশ্বরের প্রেমকে সে এত দিন তুচ্ছজ্ঞান ক'রে এসেছে, তাঁর সহভাগিতা লাভের অধিকার তার নেই। অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত সম্পদ তার আয়ু এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করতে পারে না, তার আত্মার মুক্তি সাধনও করতে পারে না ; এমন কি যন্ত্রণার উপশম করতেও পারে না। ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। কারণ দিয়াবল তাকে কোন সুযোগই দিচ্ছে না।

একদিন সে যা ভালবাসত, যার জন্য জীবন ধারণ করত, সে সব কিছুই যেন আজ তাকে উপহাস করছে। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে দণ্ডাজ্ঞাধীন

অষ্টম চিত্র

হয়েছে বলে, তার সেই অবিশ্বস্ত ও অপরিবর্ত্তিত পালকও আজ তাকে সাহায্য করতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে, "জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়" (ইব্রীয় ১০ : ৩১)। সে ভেবেছিল, কোন সুবিধামত সময়ে, বা মৃত্যু শয্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে তার হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেবে; কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, ঈশ্বরের সঙ্গে বোঝা পড়ার সময় চলে গেছে, এখন আর সম্ভব নয়। হাজার হাজার নরনারী আকস্মিক ভাবে প্রাণ হারাচ্ছে, মৃত্যু শয্যায় ঈশ্বরের অন্বেষণ করার শেষ সুযোগ পাচ্ছে না। সুতরাং তাঁকে যখন পাওয়া যায়, তখনই তাঁর অন্বেষণ করা উচিত। এই মরণোন্মুখ পাপী, যে জীবনকালে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছে, এখন তাকে পরিত্রাণকারী ও সান্ত্বনাদায়ী বাক্যের পরিবর্ত্তে বিচারাজ্ঞা শুনতে হচ্ছে। (কারণ ত্রাণকর্ত্তা এখন বিচারকের স্থানে অধিষ্ঠিত)। "ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও" (মথি ২৫ : ৪১)। "মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে।" (ইব্রীয় ৯ : ২৭)।

—০—

নবম চিত্র

এটি এমন একজন খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয়ের ছবি, যে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গমন ক'রেও বিজয়ী হচ্ছে। চারিদিক থেকে পরীক্ষা তাকে ঘিরে ধরলেও শেষ পর্য্যন্ত সে সহ্য করে এবং লক্ষ্যে স্থির থেকে, খ্রীষ্ট যীশু দ্বারা বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হয়। সে যে কেবল (খ্রীষ্টিয়ানের) ধাবনক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, তাই নয়, বরং প্রাণপণ করছে; দক্ষিণে কি বামে না ফিরে, "বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রেখে," ধৈর্য্য পূর্ব্বক দৌড়াচ্ছে (ইব্রীয় ১২ : ১, ২)।

শয়তান তার সকল অনুচরসহ বিশ্বাসীর হৃদয় ঘিরে, তাকে বিপথে চালিত করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে চলেছে। অহঙ্কার, অর্থ-লিপ্সা, মন্দ আত্মা ও অন্যান্য সব কিছুই এখানে দেখা যাচ্ছে। নেকড়ে বাঘের স্থানে আমরা একটা গাধা দেখতে

Copyright ANCP

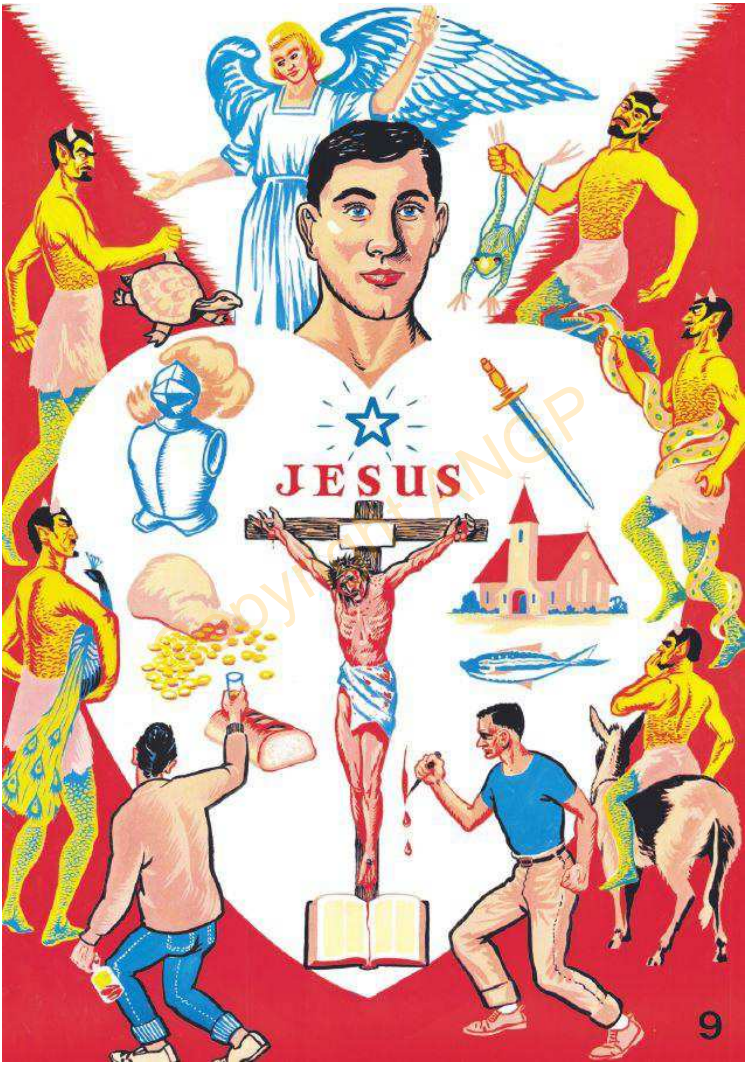

নবম চিত্র

পাচ্ছি ; কারণ পাপ প্রায়ই অন্য রূপ বা নাম নিয়ে, অপরের আবরণীর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যদি পাপ ধর্ম্মের আবরণ নিয়ে, অথবা স্বর্গদূতের বেশেও উপস্থিত হয়, তবুও প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান তাকে চিনে ফেলে, কারণ ঈশ্বরের বাক্য ও সত্যের আত্মা তাকে সমস্ত সত্যে পরিচালিত করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি লোক এক হাতে মদের গ্লাস নিয়ে এই খ্রীষ্টিয়ানের চারি দিকে নাচছে, যেন তাকে জগতের আনন্দ দিয়ে প্রলুব্ধ করতে পারে। সে যাই করুক না কেন, সমর্পিত খ্রীষ্টিয়ানের তাতে কিছুই এসে যায় না, কারণ জগৎও পাপের সম্বন্ধে সে খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত। দ্বিতীয় লোকটি একটি ছোরা নিয়ে তাকে বিদ্ধ করছে। তথা কথিত বিশ্বাসীরা কুবাক্য, নিন্দা, উপহাস ও বিপক্ষদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে অবিরত প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে ; কিন্তু লোকে কি বলে সে বিষয়ে সে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না, কেবল ঈশ্বর যা বলেন, সেই বিষয়েই সে প্রাণপণ করে। সে প্রভু যীশুর এই বাক্য স্মরণ করে, "ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর" (মথি ৫ : ১১, ১২)।

পাপ, মাংসিক অভিলাষ ও শয়তান, ঈশ্বরের প্রেম থেকে খ্রীষ্টিয়ানকে পৃথক করবার জন্য অবিরত চেষ্টা করছে, কিন্তু বাস্তবিক দৃঢ় বিশ্বাস ও মহানন্দের সঙ্গে সে বলতে পারে, "খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে ? কি ক্লেশ ? কি সঙ্কট ? কি তাড়না ? কি দুর্ভিক্ষ ? কি উলঙ্গতা ? কি প্রাণসংশয় ? কি খড়্গ (রোমীয় ৮ : ৩৫) ? না, কিছুই পারে না। "যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই" (রোমীয় ৮ : ৩৭)। ঈশ্বরের সকল যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, সে এই মন্দ যুগে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং খ্রীষ্ট যীশু দ্বারা সকল পরীক্ষায় বিজয়ী হ'তে পারে।

Copyright ANCB

কেননা তিনি (যীশু) সকল পরীক্ষায় বিজয়ী হ'য়েছেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা বিজয়ী হ'য়ে গৌরব মুকুট প্রাপ্ত হই।

বিবেকের প্রতীক তারাটি এ ব্যক্তির অন্তরে বেশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। সে বিশ্বাসে সুদৃঢ় এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতীক স্বর্গদূত, তাকে ঈশ্বরের বহুমূল্য প্রতিজ্ঞা সকল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যার ফল, যারা জয় করে ও শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকে, তারা পায়। "যে জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের 'পরমদেশস্থ জীবন বৃক্ষের ফল' ভোজন করিতে দিব।" "যে জয় করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা হিংসিত হইবে না।" "যে জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্না দিব; এবং একখানি শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, সেই প্রস্তরের উপরে 'নূতন এক নাম' লেখা আছে।" "যে জয় করে, ও শেষ পর্য্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে, তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ 'জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব' দিব"···। "যে জয় করে, সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব।" "যে জয় করে, তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বাহিরে যাইবে না"। "যে জয় করে, তাহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব, যেমন আমি আপনি জয় করিয়াছি, এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি" (প্রকা ২ : ৭, ১১, ১৭, ২৬; ৩ : ৫, ১২, ২১)।

এই ছবিতে একটি টাকার থলি খোলা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, এর অর্থ এই, এই ব্যক্তি শুধু যে তার হৃদয় প্রভু চরণে সমর্পণ করেছে, তাই নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত টাকা পয়সাও সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে। জগতের ধনসম্পত্তি অপব্যয় না ক'রে, সে দরিদ্রদের সাহায্য করে, দশমাংশ ও উপহার ঈশ্বরের মন্দিরে নিয়ে আসে; শুধু তাই নয়, তার সর্ব্বস্ব দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করে।

খানিকটা রুটি ও মাছ এখানে দেখা যাচ্ছে; এর দ্বারা বুঝা যায়, সে নির্ম্মলান্তঃকরণ ও মিতাচারী। সে কোন মাদক দ্রব্য সেবন, রক্ত বা গলাটিপে

Copyright ANGP

মারা প্রাণীর মাংস, অথবা কোন অশুচি খাদ্যের দ্বারা নিজেকে অশুচি করে না। সে অর্থ অপব্যয় করে না, ধূমপান বা অন্য কোন প্রকারের তামাক বা ক্ষতিকারক কোন ওষুধের দ্বারা, তার দেহকে (যা ঈশ্বরের মন্দির) অশুচি করে না ; বরং উপকারী, শুচি ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। এখন তার হৃদয়টি প্রার্থনা ভবনে পরিণত হয়েছে। সে সকল পরিস্থিতি ও আবহাওয়াতে নিয়মিত ও ভক্তিযুক্তভাবে মণ্ডলীর উপাসনায় অংশ গ্রহণ করে। প্রার্থনায় রত থাকতে সে ভালবাসে ; কারণ সে জানে, প্রার্থনাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ না করলে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করা যায় না ; তাই মণ্ডলীতে বা পারিবারিক সভাতে, বা অন্তরাগারে, প্রার্থনা করতে সে কখনই ভোলে না।

এই ছবিতে একটা খোলা বই দেখা যাচ্ছে, এর দ্বারা বুঝা যায়, বাইবেলের নিগূঢ় অর্থ তার কাছে প্রকাশিত। সে দৈনিক তা' পাঠ করে এবং জ্ঞান ও শক্তি, জীবন ও জ্যোতি, হাঁ, ঈশ্বরের অবর্ণনীয় ধনলাভের জন্য নিয়মিত তা ধ্যান করে। ঈশ্বরের এই বাক্য তার চরণের প্রদীপ ও শত্রুনাশকারী খড়্গস্বরূপ। আবার তা' তার আত্মার খাদ্য ও পানীয় এবং ধৌতকারী জল ও আত্মার প্রকৃত অবস্থা দেখবার দর্পণ বা আয়না।

সে আনন্দ সহকারে ক্রুশ বহন করে, কারণ সে জানে, ক্রুশ বহন না করলে মুকুট পাওয়া যায় না। সে নিজেকে খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত জেনে জীবনের নূতনতায় চলে ; ঊর্দ্ধস্থ, অনন্তকালীয়, ও অদৃশ্য বিষয়ের অন্বেষণ করে। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সে সদাজাগ্রত এবং জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ, যা যথাসময়ে ফল দেয় ; আবার সে প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, খ্রীষ্টের শাখাস্বরূপ, যা প্রচুর ফলে ফলবান হয়। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে লব্ধ সিদ্ধ প্রেমে তার অন্তর পূর্ণ, তাই মৃত্যুকে সে ভয় করে না।

—০—

Copyright ANGP

দশম চিত্র

দশম চিত্র

যীশু বলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন ; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে ; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না" (যো ১১ ঃ ২৫,২৬)। "যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে" (যো ৫ ঃ ২৪)। 'মৃত্যুভয়' ও 'মৃত্যুযন্ত্রণা' কাকে বলে, খ্রীষ্টিয়ান তা জানে না।" "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল। মৃত্যু, তোমার জয় কোথায় ? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায় ?·····ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন" (১ করি ১৫ ঃ ৫৪-৫৭)। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে অবস্থিতি করে ও তাঁর সঙ্গে গমনাগমন করে, সে মৃত্যুকে ভয় করে না। জগৎ থেকে তার প্রস্থান করবার সময় উপস্থিত হলে, সে আনন্দের সঙ্গেই প্রস্থান করে, যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ" (ফিলি ১ ঃ ২৩)। যিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়ে খ্রীষ্টিয়ানকে মুক্ত করেছেন, সেই প্রভু যীশুর শ্রীমুখ দর্শন করবার জন্য সে ব্যাকুল। পবিত্র আত্মাও তাকে তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়, "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক ; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে,·····আর আমি পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব ; যেন, আমি সেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক" (যো ১৪ ঃ ১-১৪)। "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন" (১ করি ২ ঃ ৯)। পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই, যদ্বারা স্বর্গীয় স্থানের মহিমার সুস্পষ্ট

Copyright ANGP

বর্ণনা দেওয়া যায়; যারা এই পৃথিবীতে প্রভু যীশুর পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে চলে ও তাঁর আজ্ঞামত চলে, সেই স্থান তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন।

এই শেষ ছবিতে, ভয়াবহ কঙ্কালের (যা মৃত্যুকে প্রকাশ করে) পরিবর্ত্তে স্বর্গ দূতকে দেখা যাচ্ছে। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত আত্মাটিকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ইনি অপেক্ষা করছেন। দেহ থেকে বেরিয়ে যাবার পর প্রাণ ও আত্মা নিয়ে তিনি উর্দ্ধে উড্ডীন হলেন এবং স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রভু যীশুর কোলে দিলেন, যিনি তাকে ভালবাসেন ও যার জন্য দেহ ধারণ করে মর্ত্ত্যে এসে প্রাণ দিয়েছিলেন। স্বর্গের বাহিনী পিতার সম্মুখে তাকে স্বাগত জানালেন। প্রভু যীশুও বললেন, "বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও" (মথি ২৫ : ২১)। তার ওপর শয়তানের আর কোন কর্ত্তৃত্ব নেই, কারণ "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে বহুমূল্য, তাঁহার সাধুগণের মৃত্যু" (গীত ১১৬ : ১৫)। "পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, তুমি লিখ; ধন্য সেই মৃতেরা, যাহারা এখন অবধি প্রভুতে মরে, হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে" (প্রকা ১৪ : ১৩)

উপসংহার

প্রিয় পাঠক, ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন যেন, আপনার অন্তর তাঁকে দিতে পারেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন, তাই অনুনয় করছেন, "হে বৎস, তোমার হৃদয় আমাকে দেও" (হিতো ২৩ : ২৬)। আপনার ক্লান্ত, প্রান্ত, ব্যথিত ও নৈরাশ্যময় হৃদয় যীশুকে দিন, তিনি আপনাকে নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা দেবেন। আপনার মনোগত পথে চলে প্রতারিত হবেন না, কারণ "যে নিজ হৃদয়কে বিশ্বাস করে, সে হীনবুদ্ধি; কিন্তু যে প্রজ্ঞাপথে চলে, সে রক্ষা পাইবে" (হিতো ২৮ : ২৬)।

Copyright ANGP

আপনার পাপ সকল পরিত্যাগ করুন ও ধার্ম্মিকতাতে আসক্ত হোন। "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬ : ২৩)।

বন্ধু, আপনি যদি প্রভুকে আপনার জীবন দিয়ে থাকেন, তবে "খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে, সেই নিরাময় বাক্য দৃঢ়রূপে ধারণ করুন।"

এই বিষয়ে সাধু পৌল বলেছেন, "যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি, এবং দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি যে, আমি তাঁহার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছি, তিনি সেই দিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ" (২তীম ১ : ১২)। পবিত্র বিশ্বাসে আপনার জীবনকে গঠন করুন ও পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করুন। যিনি পথ ও সত্য ও জীবন, যিনি রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, সেই খ্রীষ্ট যীশুর দিকে লক্ষ্য রেখে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে নিজেকে রক্ষা করুন। তিনি তাঁর নিজের লোকদের গ্রহণ করবার জন্য সত্বর আসছেন।

"আর যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন, যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক, সকল যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন, এবং সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন (যিহুদা ২৪,২৫)।

সমাপ্ত

Copyright AMGP

A SPECIAL WORD FROM ANGP

UN MONDE SPÉCIAL DE L'ANGP

UMA PALAVRA ESPECIAL DA ANGP

This booklet "The Heart of Man" is available in over 538 languages and dialects spoken throughout the world (Africa, Asia, The Far East, South America, Europe, etc.) Our Heart Book is now also available on cell phones, tablets, etc from www.angp-hb.co.za or as an APP "Heart of Man" on Android phones.

Le livre du "Coeur de l'homme" peut etre obtenu en plus de 538 langues et dialectes parles dans le monde entier, a savoir: Afrique, Amerique, Asie, Extreme Orient, Europe. Notre Livre du Coeur est maintenant aussi disponible sur votre Telephone cellular, plaques, etc. de www.angp-hb.co.za ou comme une Application "Heart of Man" sur telephones Android.

Este livro "O Coracao do Homem" e obtfdo em mais de 538 linguas e dialectos falados em todo o mundo, a saber: (Africa, Asia, America do Sul, Extremo Oriente, Europa, etc). O nosso Livro O Coração do Homem tambem esta agora disponivel em telefone celular, tablets, etc. de www.angp-hb.co.za ou como um aplicativo "Heart of Man" nos telephones celulares Android.

Copyright ANGP

The 10 heart pictures contained in this booklet are also available in the form of large coloured picture charts (86 x 61cm) bound together in a set of 10 pictures. These "Heart Charts" can be obtained with European or African features and are particularly suitable to be used in conjunction with the Heart Book for class-teaching, open air evangelization etc. Kindly contact us to ascertain the latest subsidized price of this chart.

Les 10 images du coeur qui figurent dans ce livre peuvent etre obtenues en tableaux de couleur, format 86 x 61 cm, avec des physionomies europeennes ou africaines. Ils peuvent etre utilises en meme temps que le livre du coeur pour des classes bibliques, a

l'ecole du dimanche ou lors de reunions de plein air. Soyez aimable de nous contacter pour assurer les derniers prix en cours du tableau.

As 10 imagens do coracao, contidas neste livro podem ser obtidas num conjunto de 10 imagens em colorido no tamanho de (86 x 61 cm). Estes "Cartazes do Coracao podem ser obtfdos com caracterfsticas Europeias e Africanas e podem ser usados em conjuncao com o mesmo livro em classes de ensino biblico, evangelizacao ou ao ar livre. Agradeciamos que nos contacta- se para confirmacao do ultimo preco dos cartazes.

Kindly write to us if you are able to assist us with further translations of our free Gospel literature, informing us of the language into which you could translate this Gospel literature. Your assistance would be appreciated.

Copyright ANGF

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

Nous vous invitons a nous contacter pour faire des arrangements concernant de nouvelles traductions de notre litterature, nous informant de la langue dans laquelle vous pouvez traduire cette litterature evangelique. Votre aide sera beaucoup appreciee.

Si vous avez trouve le salut en Christ ou si vous avez ete beni par notre litterature, nous vous prions de nous le faire savoir. Nous aimerions remercier Dieu avec vous et prier pour vous.

Nos vos convidamos a nos contactar, afim de fazer qualquer arranjo concernente a novas traducoes de nossa literatura em outras lfnguas. Vossa assistencia sera muito apreciavel.

Se tem encontrado a salvacao em Cristo, ou se tem sido abencoado por intermedio da nossa literatura evangelica, faca o favor de nos

informar. Pois nos gostarfamos de agradecer a Deus juntamente convosco, e lembra-lo sempre em nossas oracoes.

For free Gospel literature, books and tracts in over 538 languages, write to:

Pour obtenir gratuitement de la litterature evangelique, des livres et des traites en plus de 538 langues, ecrivez a:

Para obter gratuftamente a literatura evangelica, livros e folhetos em mais de 538 lfnguas diferentes escreva para:

E-MAIL: info@angp-hb.co.za
info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS
P.O. Box 2191
PRETORIA
0001
R.S.A.

Copyright ANGP

A Gospel Literature Mission financed by donations
Une Mission de litterature evangelique financee de dons
Missao de literatura Evanqelica financiada por donativos

(Reg. No. 1961/001798/08)